আবু কায়সার

কাছ থেকে দেখা দূর থেকে লেখা

লুৎফর রহমান রিটন, *কানাডা থেকে*

আমার ইন্টারনেট মনিটরে দৈনিক জনকণ্ঠের শেষ পাতা। ওখানে আবু কায়সারের ছবিসহ মৃত্যু সংবাদ। কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি। আমার প্রায় চার বছরের প্রবাস জীবনে, এ রকম কম্পিউটারের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে স্বদেশের প্রিয় এবং কাছের মানুষের মৃত্যুসংবাদ পাঠ শেষে তাদের আত্মার শান্তি কামনার ব্যাপারটি কতোবার যে ঘটেছে। অতি সম্প্রতি, খুব কম সময়ের ব্যবধানে তিন তিনবার ব্যাপারটি ঘটল। ত্রিদিব দস্তিদার চলে গেলেন। এরপর গেলেন আবিদ আজাদ। সবশেষে আবু কায়সার।

ত্রিদিবের মৃত্যুর পর খুবই হৃদয়স্পর্শী একটি স্মৃতিচারণমূলক রচনা লিখেছিলেন আবু কায়সার। রচনাটি পাঠ করে অন্য এক ত্রিদিবকে আবিষ্কার করেছিলাম আমি। হায়, তখন কি জানতাম খুবই অল্প দিনের ব্যবধানেই আবু কায়সারও হয়ে যাবেন স্মৃতিচারণের বিষয়!

রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই সম্পাদিত মাসিক কচি-কাঁচায় ছাপা হয়েছিল আবু কায়সারের ধারাবাহিক উপন্যাস 'রায়হানের রাজহাঁস'। আমাদের শিশুসাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী রায়হানের রাজহাঁস বই হয়ে বেরোয় তিয়াত্তর সালে। আমাদের কৈশোরকে মুগ্ধতায় ভরিয়ে দিয়েছিল- রায়হানের রাজহাঁস। রায়হানের রাজহাঁস বইটি আমার মস্তিষ্কের ভেতরে কিছু একটা কান্ড বাঁধিয়েছিল। এমনকি বইয়ের প্রচ্ছদটিও মোটামুটি স্থায়ী একটি বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল আমার করোটির ভেতরে। যার প্রতিফলন ঘটেছে দশ-বারো বছর পর।

১৯৮৫ সালে আমীরুল তার একজন বন্ধুকে নিয়ে হাজির। স্কুলে একসঙ্গে পড়া ওর বন্ধুটি ওর একটি বই প্রকাশের সমস্ত খরচ বহন করতে চায়। প্রকাশক হিসেবে ওই বন্ধুটির নাম থাকবে। যুবকাল প্রকাশনী বা যুব প্রকাশনীর ব্যানারে সাতটা গল্প নিয়ে আমীরুল একটি বই করতে চায় যার নাম সে ঠিক করেছে 'আমি সাতটা'। আমার কাছে ওর আসার কারণ- আমীরুল চায়, ওর বইটির প্রচ্ছদ এঁকে দিতে হবে আমাকে। আমীরুল বলে কথা, ওকে ফেরাই কী করে? রাজি হয়ে গেলাম। ওদের দু'জনের সামনেই ঝটপট এঁকে ফেললাম মায়াবী চোখের ঝাকড়া চুলের স্বপ্নবাজ এক কিশোরের মুখ। ফ্রি হ্যান্ডে লিখে দিলাম বইয়ের নাম এবং লেখকের নামটিও। ব্লকে ছাপা হলো প্রচ্ছদ। চকচকে আর্ট পেপারে। ক'দিন পর, আমীরুল আর ওর বন্ধুটি যেদিন সুন্দর বাঁধাই হওয়ার বইটি আমাকে দিতে এলো সেদিন তো আমার চক্ষু চড়কগাছ! আরে সব্বেনাশ, এটাতো প্রায় রায়হানের রাজহাঁস! আমার করোটির ভেতর স্থায়ী আসন করে নেয়া রায়হানের রাজহাঁসের প্রচ্ছদটিই কি না 'আমি সাতটা'র প্রচ্ছদে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!

অনেকদিন পর, আবু কায়সারের সঙ্গে যখন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ অগ্রজ-অনুজ সম্পর্ক, তখন একদিন কায়সার ভাইকে বলেছিলাম ঘটনাটা। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। আজিজ সুপার মার্কেটের তিন তলায় আমার ছোটদের কাগজ অফিসে এক বিকেলে এলেন তিনি। তার আগমন সময়টি পূর্ব-নির্ধারিত ছিল। আমি আমার বাড়ি থেকে 'রায়হানের রাজহাঁস' এবং 'আমি সাতটা' আগেই এনে রেখেছি। কায়সার ভাই চা এবং সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে টাঙ্গাইলের অ্যাকসেন্টে বললেন, শুধু কি প্রচ্ছদটিই মেরে দিয়েছো নাকি ভেতরের মাল মসল্লাও?

- মানে? ভেতরের মালমসল্লা মানে?

- মানে বইটাও আমার লেখা না তো? বলেই স্বভাবসুলভ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন কায়সার ভাই।

কায়সার ভাইয়ের নির্মল রসিকতায় অট্টহাসিতে ফেটে পড়লাম আমি- মে বি। চলেন আমীরুলের বিচার করি। কঠিন বিচার।

- তার আগে তোমার বিচারটা হওয়া দরকার।

- আমার বিচার?

- হ্যাঁ, তোমার বিচার। আর্টিস্ট হওয়ার অপচেষ্টা এবং কভার নকলের দায়ে তোমার জরিমানা দুইশ' টাকা। এক্ষুণি দুইশ' টাকা দিলে ব্যাপারটা আমি চেপে যাবো।

আমি মানিব্যাগ খুলে ভেতরের অবস্থাটা বুঝে নিয়ে মুখে করুণ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুললাম,

- কায়সার ভাই, একটু কনসিডার করা যায় না? একশো টাকায় ব্যাপারটা রফা করা যায় না কায়সার ভাই?

- তোমরা ছোটভাই, দাও একশো টাকাই দাও।

আমার দেয়া একশো টাকা অবলীলায় পকেটে রাখলেন কায়সার ভাই চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিতে দিতে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

- তোমার বোধহয় লস হয়ে গেলো, না?

- জি কায়সার ভাই। পুরোটাই লস। আমি সাতটার কভার আঁকার বিনিময়ে মগবাজার মোড়ে কন্টিনেন্টাল ফুডে বিরিয়ানি খেয়েছিলাম একপ্লেট। কোনো টাকা-পয়সা পাইনি। এতোদিন পর সেই বিরিয়ানির টাকা সুদে আসলে ফেরত দিতে হলো।

- খামোখা মন খারাপ করো না। এতে লাভ হবে না। কারণ জরিমানার টাকা ফেরত দেয়ার বিধান নেই। তবে তোমার লোকসান পুষিয়ে দিচ্ছি- বলতে বলতে বুক পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ আমার হাতে তুলে দিলেন কায়সার ভাই। ভাঁজ করা কাগজটা খুলে দেখি একটা পদ্য। ছোটদের কাগজের জন্য লেখা নতুন একটা পদ্য!

এই হচ্ছেন কায়সার ভাই। ঝুটঝামেলাহীন নিপাট শান্ত প্রকৃতির সজ্জন ব্যক্তি। নিষ্ঠা এবং সততার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা করেছেন। সারাটা জীবন তিনি লড়াই করেছেন অভাবের সঙ্গে। ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, সংবাদ, ভোরের কাগজ, যুগান্তর কিংবা সাপ্তাহিক বিচিত্রা আর সাপ্তাহিক বিপ্লব ছিল তার কর্মক্ষেত্র। তার সহকর্মীরা সকলেই স্বীকার করবেন তিনি ছিলেন একজন অনুচ্চকণ্ঠ সদালাপী এবং বন্ধুবৎসল সরল একজন মানুষ।

কায়সার ভাই জানতেন আমার পত্রিকা ছোটদের কাগজ পাঠকপ্রিয় হলেও ব্যবসা সফল ছিলো না। হ্যান্ড টু মাউথ অবস্থা ছিল পত্রিকাটির। আর তাই তিনি বাড়িয়েছিলেন তার উদার সহযোগিতার হাত। আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল ছিলেন না তিনি নিজেও। কিন্তু তার পরেও আমাকে ছাড় দিয়েছেন অপ্রত্যাশিত এবং অব্যাহত গতিতে। বলতেন, আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে ছোটদের ভালো কোনো পত্রিকা নেই। শত কষ্ট হলেও পত্রিকাটা বন্ধ করো না। চালিয়ে যেও।

ঈদ সংখ্যার জন্যে একটা উপন্যাস চাইলাম। বললেন,

- টাকা-পয়সা তো দিতে পারবে বলে মনে হয় না। ঠিক আছে তুমি শুধু কাগজ কেনার টাকাটা দিও। উপন্যাস লেখার কাগজ নাই ঘরে।

- নিশ্চয়ই দেব কায়সার ভাই, কাগজ কেনার টাকা।

পরদিন তাকে ফোন করলাম। শুধু কাগজের দামটা দিতে চাই আজই। কখন এবং কোথায় দেব?

- দুপুর দেড়টায় আসো। দৈনিক বাংলার মোড়ে। পত্রিকাস্ট্যান্ডের সামনে।

যথাসময়ে গিয়ে দেখি কায়সার ভাই পৌঁছে গেছেন আমার আগেই। ক্যাফে ঝিল-এ বসলাম। একটা খাম এগিয়ে দিলাম তার দিকে। ভেবেছিলাম খামটি তিনি খুলবেন না। পকেটে ঢুকিয়ে নেবেন। পরে খুলে দেখবেন। কিন্তু না। আমার ধারণা ভুল। কায়সার ভাই নিঃসংকোচে আমার সামনেই খামটা খুলে চারটা পাঁচশো টাকার নোট দেখে হইহই করে উঠলেন তার চিরাচরিত টাঙ্গাইল অ্যাকসেন্টে।

-আরে! কি আশ্চর্য আমি তো চেয়েছিলাম শুধু কাগজ কেনার টাকা। ভেবেছিলাম পাঁচশো টাকা আনবে তুমি। এখানে তো দেখছি দুই হাজার টাকা!

- তিনটা নোট ফেরত দিন কায়সার ভাই। আমার ভুল হয়ে গেছে।

- তুমি ভুল করতেই পারো কিন্তু আমি তো টাকা ফেরত দেয়ার মতো ভুল করতেই পারি না হাহ্ হাহ্ হাহ্।

এই হচ্ছেন কায়সার ভাই।

- দাঁড়াও তোমার লস কিছুটা পুষিয়ে দেই, বলে আমাকে সেই দুপুরে লাঞ্চ করালেন তিনি ক্যাফে ঝিলে। খাওয়ার শেষে আমি বিল পরিশোধ করতে গেলে কপট রাগে ধমক লাগালেন কায়সার ভাই,

- 'খুব বড় সম্পাদক হইছো? আরে মিয়া আমার পকেটে এহন দুই হাজার ট্যাকা। কতো খাইবা খাও। ভাইবো না নিজের টাকায় খাইলা। এইটা লেখকের সম্মানির টাকায় খাইছো। হালাল কামাই।'

দুই.

তিন সপ্তাহের মাথায় কায়সার ভাই আমার হাতে তুলে দিলেন ঢাউস একটা প্যাকেট। উপন্যাসের নাম ইনকারাজার গুপ্তধন। প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠা লিখেছেন। কায়সার ভাই লেখেন গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে। অন্য যেকোনো লেখক যেটা লিখবেন পঞ্চাশ-ষাট পৃষ্ঠায়, কায়সার ভাই সেটাই লিখতে দেড়শো পৃষ্ঠা খরচ করে ফেলবেন। তবে এতে কম্পোজিটরের সুবিধা। এরপর কায়সার ভাই আরো দুটো উপন্যাস লিখেছেন ছোটদের কাগজের জন্যে। কাফ্রির কাটা হাত এবং পাতাল পিশাচ। কাফ্রির কাটা হাত ছাপা হয়েছিল ধারাবাহিক উপন্যাস হিসেবে। তবে লেখাটা আমি কিস্তিতে নিইনি। নিয়েছিলাম পুরো উপন্যাসটাই একবারে। তারপর ছেপেছি ধারাবাহিক হিসেবে। কাফ্রির কাটা হাত উপন্যাসটা চেয়েছিলাম এভাবে,

- কায়সার ভাই কাগজ কেনার টাকা লাগবে?

- আমাদের পত্রিকা অফিসে নিউজপ্রিন্টের প্যাডের অভাব নেই।

- নিউজপ্রিন্টের প্যাড না। দামি কাগজ। অফসেট। কিংবা রুলটানা। এক প্যাকেটে পাঁচশো শিট।

- উপন্যাস দরকার সরাসরি বললেই তো হয়।

- সেটাই তো বললাম।

- কাগজের দাম বেড়ে গেছে। (সব্বোনাশ সম্মানীর অঙ্ক বাড়াতে চাইছেন!)

- বলেন কি? কাগজের দাম বাড়ানো চলবে না। আগের রেট।

- সময় কতোদিন দেবে?

- আগামীকাল পেলেই ভালো হয়। তবে আপনি, শুধু আপনি বলেই সময়টা দুসপ্তাহ বাড়িয়ে দিলাম।

- পুলিশ কিংবা ক্রাইম রিপোর্টারকে ডাকার আগে খামটা রেখে তুমি এক্ষুণি বিদায় হও। এক মাসের আগে আসবে না।

ঠিক এক মাস।

হ্যাঁ। কায়সার ভাই কথা রেখেছিলেন। এক মাস পর ফোন করে তিনি নিজেই আমাকে বলেছিলেন

- ক্যাফে ঝিলে তোমার প্রিয় মালফ্রাই খাবে নাকি, খাওয়াবে?

- উপন্যাস নামাইয়া দিছেন ওস্তাদ?! আমি এক্ষুণি আসছি।

এই হচ্ছেন কায়সার ভাই।

তিন.

বাংলাদেশের খুব বিখ্যাত বনেদী একটি প্রকাশনা সংস্থা থেকে কায়সার ভাইয়ের একটি কিশোর উপন্যাস বেরিয়েছে। চমৎকার প্রোডাকশান। প্রকাশক ভদ্রলোক শিক্ষিত এবং রুচিশীল। তিনি ছোটদের কাগজে প্রকাশিত কায়সার ভাইয়ের অন্য উপন্যাসগুলোও প্রকাশ করবেন। দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিও কায়সার ভাই জমা দিয়েছেন প্রকাশনা সংস্থায়। তো প্রথম উপন্যাসটি বেরুনোর কিছুদিন পর কায়সার ভাই আমার অফিসে এলেন। একথা বলার পর জানালেন প্রকাশক ভদ্রলোক তার দ্বিতীয় বইটি প্রকাশ করবেন না। কায়সার ভাই তার পাণ্ডুলিপিটি ফেরত চান। কিন্তু প্রকাশক তাকে পাণ্ডুলিপিটি ফেরত দিচ্ছেন না। সম্ভবত আবদুল মান্নান সৈয়দই কায়সার ভাইকে বলেছেন যে আমার সঙ্গে সেই প্রকাশক ভদ্রলোকের ব্যক্তিগত সম্পর্কটি অত্যন্ত মধুর। এবং আমার পক্ষেই বিনা ঝামেলায় তার কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি দ্রুত উদ্ধার সম্ভব।

পরদিন আমি আমার প্রিয় প্রকাশক মহোদয়ের কাছে গিয়ে সবিনয়ে বললাম যে, কায়সার ভাইয়ের বইটি যদি আপনি প্রকাশ না করেন তো প্লিজ পাণ্ডুলিপিটি আমার কাছে দিয়ে দিন। প্রকাশক ভদ্রলোক স্বভাবে প্রকৃতিতে একদম নারকেলের মতোন। বাইরে ভীষণ শক্ত। তবে ভেতরটা তার খুবই কোমল। তিনি বললেন,

- জানেন আপনার কায়সার ভাই কি করেছেন?

- কি করেছেন?

- আমি রয়্যালিটির টাকাসহ লেখক কপি পঞ্চাশ বই তাকে দিলাম। তিনি টাকাগুলো পকেটে রেখে অদ্ভুত একটা প্রস্তাব করলেন। এমন প্রস্তাবের কথা আমি আমার এ জীবনে কোনোদিন শুনিনি।

- কি প্রস্তাব করেছিলেন কায়সার ভাই?

- তিনি বলেছেন 'আমার লেখক কপি পঁচিশটি বই আপনি রেখে দিয়ে পঁচিশটা বইয়ের দাম আমাকে দিয়ে দ্যান!' ভাবতে পারেন? কি সাংঘাতিক কথা? কোনো লেখক এমন কথা বলতে পারেন?

প্রকাশক ভদ্রলোককে আমি বোঝাতে সক্ষম হলাম- পারেন। কোনো লেখকের যদি সীমাহীন অর্থকষ্ট থাকে, তবে তিনি পারেন। কায়সার ভাইয়ের সংকটটা আপনি কিংবা আমি হয়তো কল্পনাও করতে পারছি না। তাই আপনি রাগ করেছেন। রাগটা একটু কমান প্লিজ। তাছাড়া আপনি তো একজন লেখকের পাণ্ডুলিপি আটকে রাখতে পারেন না।

- ওটা আমি তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছি। আমি কেন তার পাণ্ডুলিপি আটকে রাখবো! আসলে তাকে আমি খুবই পছন্দ করি। তবে অর্থ সংকটের ব্যাপারটা ওভাবে চিন্তা করিনি। ঠিক আছে, আপনি পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে যান।

আজিজ সুপার মার্কেটের তিন তলায় আমার অফিসে এসে পাণ্ডুলিপিটা ফেরত পেয়ে কায়সার ভাই এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন যে, আমি রীতিমতো বিস্মিত। মনে হলো কায়সার ভাই যেনো বা তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পেয়েছেন। আমাকে কতোবার যে ধন্যবাদ দিলেন!

আবু কায়সারের সঙ্গে যখন আমার খুবই ঘনিষ্ঠ অগ্রজ-অনুজ সম্পর্ক, তখন একদিন কায়সার ভাইকে বলেছিলাম ঘটনাটা। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। আজিজ সুপার মার্কেটের তিন তলায় আমার ছোটদের কাগজ অফিসে এক বিকেলে এলেন তিনি। তার আগমন সময়টি পূর্ব-নির্ধারিত ছিল। আমি আমার বাড়ি থেকে 'রায়হানের রাজহাঁস' এবং 'আমি সাতটা' আগেই এনে রেখেছি। কায়সার ভাই চা এবং সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে টাঙ্গাইলের অ্যাকসেন্টে বললেন, শুধু কি প্রচ্ছদটিই মেরে দিয়েছো নাকি ভেতরের মাল মসল্লাও?

চার.

'আমি খুব লাল একটি গাড়িকে' লিখে বড়দের কবিতার অঙ্গনে কিংবা 'রায়হানের রাজহাঁস' লিখে শিশুসাহিত্যের অঙ্গনে আবু কায়সার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন অনিবার্য, শক্তিমান এবং বিশুদ্ধ লেখকের আসনে।

এ আসন থেকে আবু কায়সারকে কেউ টেনে নামাতে পারবে না। জীবিত আবু কায়সার শত অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অনাদর আর অবহেলাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে টিকে ছিলেন যেমন করে, তেমন করেই টিকে থাকবেন লোকান্তরিত আবু কায়সারও, তার পাঠক-হৃদয়ে।

riton_bangladesh@yahoo.com